দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 NOV 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

18

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ফল প্রকাশের সাড়ে ৩ মাস পরেও কলেজে মার্কশীট পৌঁছায় নাই

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৩ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সাড়ে ৩ মাস অতিবাহিত হইলেও সংশ্লিষ্ট কোন কলেজে মার্কশিট পৌঁছায় নাই। ফলে ৫৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা-জীবন অনিশ্চয় হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, '৯৩ সালের

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(১ম পৃষ্ঠাপর)

পরীক্ষার্থীদের স্থগিত রেজাল্টের ব্যাপারেও এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় নাই। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে '৯৪ সালের ডিগ্রী পরীক্ষা আগামী ৩০শে নভেম্বর হইতে শুরু হইতেছে।

সেশনজট কমাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ হইতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলির ভার ইহার উপর অর্পণ করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বারের মত একযোগে দেশের ৫৮২টি কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষা গত বছরের ২৯শে নভেম্বর হইতে ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত গ্রহণ করে। ফলাফল প্রকাশিত হয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর গত ১৪ই জুলাই। পরীক্ষায় সারাদেশ হইতে অংশগ্রহনকারী প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৫৬ হাজার বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রেকার্ড পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়ার কারণে পাসের হার ছিল বিগত বছরগুলির তুলনায় বেশী।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ঢাকা কলেজের একজন কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, মার্কশিটের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন তথ্য জানান হইতেছে না।

কলেজগুলিতে মার্কশীট এখনও না পৌছাইবার কারণ সম্পর্কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম, আব্দুল বারীর সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম কেবল আরম্ভ করিয়াছি। সীমিত সময়ের মধ্যে আমরা পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করিতেছি। এই সময় আমাদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিবেই। ইহাছাড়া কেবল ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণেই আমাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সকল প্রকারের উচ্চ শিক্ষাও আমরা পরিচালনা করিতেছি। ডিগ্রীর মার্কশীট যাহাতে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হয় সেই প্রচেষ্টা চালাইতেছি। ফলে কলেজগুলিতে যথা-সময়ে মার্কশীট পাঠানো সম্ভব হয় নাই।' তিনি বলেন, চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মার্কশিট সরবরাহ প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দলিলউদ্দিন মণ্ডলের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, ইতিপূর্বে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় পৃথকভাবে যে দায়িত্ব পালন করিত এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই পুরা দায়িত্ব পালন করিতে হইতেছে। নূতন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে "মেন পাওয়ার" কম। পরীক্ষা শাখায় মাত্র ৩০ জন কর্মচারী-কর্মকর্তা রহিয়াছেন। ফলে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মার্কশিট তৈরীতে বিলম্ব হইয়াছে। মার্কশিট প্রিন্টের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা ছিল।